যুগান্তর

তারিখ 24 SEP 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

নতুন আরও ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আসছে

মুসতাক আহমদ

খুব সহসাই ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মোট ১০৩টি আবেদন জমা পড়েছে। জানা গেছে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদনকারী ওইসব ব্যক্তি ও উদ্যোক্তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সরকার ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে জোর লবিং-তদবির চালাচ্ছেন। এমনকি অনেকে সরকারদলীয় প্রভাবশালী নেতাদের লবিস্ট হিসেবে নিয়োগ করেছেন।

সূত্র জানায়, সম্ভাব্য অনুমোদনের তালিকায় রয়েছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর স্ত্রী, বরিশাল অঞ্চলের এক প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক সভাপতি, একজন ব্যবসায়ী নেতা, আওয়ামী লীগের একজন সাংগঠনিক সম্পাদক ও দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক গ্রুপের আবেদন। আরও জানা গেছে, ওই ৮টির মধ্যে ২টি প্রজেক্ট একবার নাকচ হওয়া। ১৩ মার্চ সরকার সর্বশেষ যে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছিল, ওই ২টি সেই তালিকায় ছিল। তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় মোট ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছিল। কিন্তু চূড়ান্তভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ৮টির অনুমোদন মেলে। সূত্র জানায়, নাকচ

আসছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

আসছে : বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হওয়া ওই দুটির একটি তাদের নামে আংশিক পরিবর্তন আনছে। এর ফলে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেটি 'কৃষি' বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হচ্ছে। জানা গেছে, যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন করেছেন, দ্রুত অনুমোদন পেতে তাদের লবিং-তদবির এতই তুঙ্গে যে অনেকে প্রায় দৈনিকই শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সরকারি দফতরে ধরনা দিচ্ছেন। এ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনারও শেষ নেই। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাদের তদবির অনেকটা বিরক্তির পর্যায়ে চলে গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, খুব শিগগিরই কয়েকটি নয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের ক্ষেত্রে মূল মুখ্য নয়। মুখ্য হল, কোথায় বিশ্ববিদ্যালয় দরকার; কিন্তু সরকার দিতে পারছে না সেটা। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যারা বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে পারবে, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ব্যবসা করবে না, শিক্ষার মানের অবনতি ঘটাবে না— এমন উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এক্ষেত্রে রাজনীতি, দল বা চেহারা দেখা হবে না। অনুমোদনপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকার যেসব পূর্বশর্ত আরোপ করে থাকে, সেইগুলো পূরণ হয়েছে কিনা— সেটাই বিবেচ্য বিষয়। অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ঢাকা শহরে বিশ্ববিদ্যালয় দেয়া হবে বা হবে না, কোনটিই এখনও চূড়ান্ত নয়। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, 'আমরা আগেই বলেছি যে, এটাই (গত ১৩ মার্চের) সর্বশেষ অনুমোদন নয়। একবার নয়, প্রয়োজনে বারবার অনুমোদন দেয়া হবে। দুটি-চারটি করে অনুমোদন দেয়া হবে। কিন্তু কোন অনুমোদনই সর্বশেষ নয়।' একই কথা বলেছেন শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীও। তিনি বলেন, সরকার আরও বেশকিছু নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেবে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। যে কোন সময়ে এ নিয়ে ঘোষণা আসতে পারে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, এবারকার অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আগের মতো প্রজেক্ট স্থান পরিদর্শন, অন্যান্য শর্ত যাচাই-বাছাই, ফিটলিস্ট তৈরি ইত্যাদি এখনও হয়নি। যে কারণে ভালো প্রজেক্ট অনুমোদন পাওয়া নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি জানান, আগের মতোই যাচাই-বাছাই করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হবে।

২০১০ সালের ১৮ জুলাই নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। ওই আইনের অধীনে নয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিতে সরকার উদ্যোগ নেয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য চটকদার ও বাহারি নামের প্রজেক্ট জমা পড়তে থাকে। এখন পর্যন্ত যে ১০৩টি আবেদন জমা পড়েছে, তার বেশির ভাগের আবেদনকারী হলেন প্রভাবশালী এমপি, সরকারদলীয় ও মহাজোটের শরিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাবেক আমলা, সরকারপন্থী শিক্ষক নেতা, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি, পুলিশ কর্মকর্তা, বীমা-এনজিও ব্যবসায়ী, আদম বেপারী প্রমুখ। আবেদনকারীদের মধ্যে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয় এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন রয়েছে। এসব আবেদনের পেছনে বিভিন্ন মন্ত্রী এমনকি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একাধিক মন্ত্রীর সুপারিশ রয়েছে। গত ১৩ মার্চ ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনকালে মন্ত্রণালয়ে মোট ৯৫টি প্রজেক্ট প্রস্তাবনা জমা পড়েছিল। পরে আরও ১৩টি প্রস্তাবনা জমা পড়ে। ভালো বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তখন ৭টি সুনির্দিষ্ট শর্তকে সামনে রেখে প্রকল্পগুলো পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ৯৫টির মধ্যে ৭৩টি প্রজেক্ট পরিদর্শন সম্পন্ন করে। এখানেই শেষ নয়, শিক্ষামন্ত্রী, ইউজিসি চেয়ারম্যান, শিক্ষাসচিব ও ইউজিসির সংশ্লিষ্ট সদস্য রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসে সেইগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি ফিটলিস্টও তৈরি করেন। কিন্তু অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কয়েকটি সেই ফিটলিস্টে সব শর্ত পূরণ করা প্রজেক্টগুলোর মধ্যে নেই। এর মধ্যে একজন মন্ত্রী একটি বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছেন। তার প্রজেক্টটি ৭টির মধ্যে ২টি শর্তই পূরণ করেনি। এখানেই শেষ নয়, ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকার এক স্থানে প্রধান ক্যাম্পাসের ঠিকানা দিয়ে অনুমোদন নিলেও কার্যক্রম শুরু করেছে অন্য ঠিকানায়।

৭টি পূর্বশর্ত : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের জন্য ইউজিসি যে ৭টি পূর্বশর্তের (বিষয়ের) ওপর তদন্ত এবং নম্বর প্রদান করে, সেগুলো হচ্ছে— বোর্ড অব ট্রাস্টিজে কে বা কারা ২৫ হাজার বর্গফুটের ভবন আছে কিনা, ভৌত অবকাঠামো সুবিধা, ভাড়া করা ভবন ব্যবহারে মালিকের অনুমতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ (গার্মেন্টস বা মার্কেটে কিনা), স্থায়ী ক্যাম্পাস ও জমি, অবৈধ আউটার ক্যাম্পাসের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা ইত্যাদি।

৮টি নয়া বিশ্ববিদ্যালয় : গত ১৩ মার্চ সরকার যে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছে, সেইগুলো হচ্ছে— রাজধানীতে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীরের 'ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ', গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ'র 'বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি', নারায়ণগঞ্জে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হামদর্দের 'হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় অব বাংলাদেশ', কিশোরগঞ্জে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের 'ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ', রাজশাহীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের ছেলে হাফিজুর রহমান খানের 'বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়', সিলেটের গোলাপগঞ্জে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল আহমেদের 'নর্থ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ', শরীয়তপুরে 'জেডএইচ শিকদার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি', চুয়াডাঙ্গায় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুনের 'ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি, চুয়াডাঙ্গা'।